দর্শনার ধান্যঘরায় গলায় ফাঁস দিয়ে যুবকরে আত্ম*হত্যা

দামুড়হুদা উপজলোর দর্শনা থানার ধান্যঘরায় ঘররের আড়ার সাথে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন মলিন হোসেন (৩৫) নামের ভারসাম্য হীন এক যুবক।

সে দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ালগাছি ইউনিউনের ধান্যঘরা গ্রামের মাঝপাড়ার ইসমাইল হোসেনের ছেলে। পারিবারিক সুত্রে জানা গেছে আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে নিজ ঘররের আড়ার সাথে গলায় রশি দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

মলিন হোসেন র্দীঘদিন যাবৎ মানসিক সমস্যায় ভুগছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা করার পরও উন্নতি না হওয়ার কারণে এ ঘটনা ঘটায়।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার ওসি তদন্ত আমানউল্লা আমান ঘটনাস্থল পরির্দশন করে তিনি বলেন, র্দীঘদিন ধরে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ছিলো বৃহস্পতিবার সকালে সবার অজান্তে নিজ ঘররের আড়ার সাথে গলায় রশি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে ।

এ বিষয়ে দর্শনা থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

দর্শনায় ফেনসিডিলসহ ২ মাদক ব্যাবসায়ী গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার গোলাপনগর মোড়ে দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযোন চালিয়েছে । অভিযান চালিয়ে ফেনসিডিলসহ ২ জন মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে। সেই সাথে পুলিশ জব্দ করেছে ফেনসিডিল বহনকারী পিকাপ ভ্যানটি।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি এইচ এম লুৎফুল কবিরের নেতৃত্বে তিতুদহ ক্যাম্প পুলশের ইনচার্জ এসআই আনোয়ারুল আলম সঙ্গীয় ফোর্স

নিয়ে গোপন সংবাদের ভিত্তীত্বে গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে মাদক বিরোধী অভিযান চালান দর্শনা থানাধীন তিতুদহ ইউনিয়নের গোলাপনগর মোড়ে।

এসময় পুলিশ পেয়ারা ভর্তী একটি পিকাভ্যানের (ঢাকা মেট্র-ন-১৯-৮১৬৩) গতিরোধ করেন। পিকাভ্যানে তল্লাশী চালিয়ে মুখবাঁধা তিনটি চটের বস্তা উর্দ্ধার করেন। বস্তার মুখ খুখে ২১৬ বোতল ফেনসিডিল উর্দ্ধার করে পুলিশ। সেই সাথে ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অপরাধে দামুড়হুদা পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামের জয়নাল মন্ডলের ছেলে হোসেন মন্ডল (৩১) ও মাদারিপুর জেলার চাপাতলি গ্রামের সাহেদ আলী শিকদারের ছেলে রাসেল শিকদারকে (৩২) গ্রেফতার করে পুলিশ।

এ সময় পেয়ারাভর্তি মিনি ট্রাকে থাকা ছয়ঘরিয়া গ্রামের আনোয়ার হোসেন কৌশলে পালিয়ে যায়।এ ঘটনায় হোসেন মন্ডল, রাসেল শিকদার আনোয়ারসহ তিন জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে দর্শনা থানা পুলিশ। ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায়

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবির বলেন, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা দায়ের পূর্বক আজ বৃহস্পতিবার আদালতে সোপর্দ করা হবে।

দর্শনায় উপজেলা প্রশাসনের শীতবস্ত্র বিতরন

দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রদত্ত,দর্শনা প্রবিণ কমিটির আয়োজনে দর্শনার অসহায় ও হতদরিদ্রদের মাঝে ১ নং ওয়ার্ড থেকে ৯ নং ওয়ার্ডের মাঝে কম্বল বিতরন করেছেন।

গতকাল বুধবার (২১ ডিসেম্বর) দুপুর ১১ টার সময় দর্শনা পুরাতন বাজার প্রবিণ অফিসের সামনে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহি অফিসার সানজিদা বেগমের সভাপতিত্বে কম্বল বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আ,লীগের সাধারণ সম্পাদক আলী মুনছুর বাবু, এ সময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা সরকারী কলেজের সাবেক অধ্যপক মোশারফ হোসেন, আকমত আলী, ফজলুর রহমান প্রমুখ।

এসময় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো: আলী মুনছুর বাবু বলেন, উপজেলা পরিষদ সব সময় দুস্থ, গরিব ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ায়। দর্শনা শীতার্ত অসহায় মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করায়,দর্শনা প্রবিণ কমিটির সভাপতি ও দর্শনা সরকারী কলেজের সাবেক অধ্যপক মোশারফ হোসেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসনকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন সাংবাদিক হানিফ মন্ডল।

দর্শনার ফুলবাড়িয়ার বীর মুক্তিযোদ্ধা নজিরের ইন্তেকাল

দামুড়হুদার দর্শনা থানার কুড়ালগাছি ইউনিয়নের ফুলবাড়ি গ্রামের স্কুলপাড়ার আব্দুল করিমের ছেলে বীরমুক্তিযোদ্ধা নজির আহম্মদ
(৭৫) (স্টোক) করে ইন্তেকাল করছেন। গত মঙ্গলবার রাত ১০ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না— রাজিউন)।

তিনি দীর্ঘদিন বিভিন্ন রোগেও ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে ও ২ মেয়ে সহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে দামুড়হুদা উপজেলা আ লীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলী মুনছুর বাবু, দামুড়হুদা উপজেলা আ লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী মোঃ শহিদুল ইসলাম পৃথক পৃথক শোক প্রকাশ করেছেন।

গতকাল বুধবার (২১ ডিসেম্বর) বেলা ১১ টার সময় দামুড়হুদার ফুলবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্কুল মাঠে তাকে গার্ড অফ অনার দেন, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহি অফিসার সানজিদা বেগম ও সাবেক

চুয়াডাঙ্গা জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আবু হোসেন, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এএইএম লুতফুল কবীর এবং চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনের একদল চৌকস পুলিশ সদস্যরা তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান, এসময় উপস্থিত তার সহযোদ্ধারা তাকে শেষ শ্রদ্ধাজানান, মশিউর রহমান, ইকলাস, ফজলুর রহমান, মাহাতাব উদ্দীন, এরশাদ আলী, মতিয়ার রহমান, জামান উদ্দীন ও সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, কুড়ালগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দীন, সাবেক চেয়ারম্যান শাহ ইনামুল করিম ইনু, আজ বেলা সাড়ে ১১টার সময় গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে নামাজের জানাজা শেষে দাফন করে।

দামুড়হুদায় মাইক্রোবাস নিয়ে ঘুরতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কিশোরের মৃত্যু

দামুড়হুদায় দুই কিশোর দ্রুতগতিতে মাইক্রোবাস নিয়ে ঘুরতে গিয়েই হলো কাল, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা, ঘটনাস্থলেই প্রাণ গেল চালক কিশোর রিয়াদ হোসেন (১৪) আহত হয়েছে শামীম (১৭) নামে একজন।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের বাঘাডাঙ্গা গ্রামের নতুন পাড়া জামে মসজিদের সামনে এই দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রিয়াদ হোসেন উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের আরামডাঙ্গা গ্রামের ইউনুছ আলীর ছেলে ও আহত শামীম হোসেন একই ইউনিয়নের কোমরপুর গ্রামের মিঠুর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিহত রিয়াদ ও আহত শামীম দুজনেই মাইক্রোবাস চালানো শেখার উদ্দেশ্যে কার্পাসডাঙ্গা টু দর্শনা গামী রাস্তায় মাইক্রোবাস যাহার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ঢাকা মেট্রো গ-১১-৪৭ ৭১ চালানোর সময় দামুড়হুদা থানাধীন, বাঘাডাঙ্গা

গ্রামের নতুন পাড়া জামে মসজিদের সামনে পৌঁছাইলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ডান পাশে গাছের সাথে ধাক্কা মারে, এতে ঘটনাস্থলেই মাইক্রোবাস চালক রিয়াদ মৃত্যুবরণ করেন। এবং তার সাথে থাকা শামীম
(১৭) গুরুতর আহত হয়। রিয়াদের লাশ বর্তমানে মৃতের নিজ বাড়িতে আছে। এবং আহত শামীমকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেছে।

দুর্ঘটনা কবলিত মাইক্রোবাস কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের হেফাজতে আছে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, কারো কোনো অভিযোগ না থাকায় লাশ ময়নাতদন্ত ছাড়াই নিহতের পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

দামুড়হুদার ডুগডুগী বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান, জরিমানা আদায়

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ডুগডুগি বাজারে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে তিনজন মোটরসাইকেল চালক ও একজন প্রকাশ্যে ধূমপায়ির জরিমানা করা হয়েছে। গতকাল বেলা সাড়ে ১২টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সানজিদা বেগম এই জরিমানা করেন।

জানা গেছে, মোটরসাইকেল সড়ক পরিবহন আইন ৬৬ ধারা মোতাবেক আলমডাঙ্গার সোবহান হোসেনের ছেলে আরজ আলীর ৩ হাজার টাকা, একই আইনে ডুগডুগি গ্রামের মৃত মুক্তার আলীর ছেলে হারুন অর রশিদ এর ১ হাজার টাকা এবং জীবননগর উথলী গ্রামের মজনু মিয়ার ছেলে এনামুল হক এর ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সময় দর্শনা আজিমপুরের ফজলমিয়ার ছেলে আব্দুল হান্নান কে প্রকাশ্যে ধুমপান করার অপরাধে, ধূমপান তামাক জাত আইন ৪/৬ ধারা মোতাবেক ৩০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন পেশকার আসমান আলী এবং দামুড়হুদা মডেল থানার একটি চৌকস টিম।

জীবননগর থানা পরিদর্শন করলেন জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম

জীবননগর থানা পরিদর্শন করলেন জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম খান।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১২টার সময় জীবননগর থানা পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম খান এর আগে জীবননগর থানা পুলিশের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসককে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করেন জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ আব্দুল খালেক।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ রোকুনুজ্জামান,জীবননগর থানার ওসি (তদন্ত) স্বপন কুমার,এস আই নাহিরুল ইসলাম,এস,আই রায়হান,এস,আই সিদ্ধার্ত,এস,আই সাজ্জাদ প্রমুখ।

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়ন লোকমোর্চার দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়ন লোকমোর্চার দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার সকাল ১১ টার দিকে হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের সভাকক্ষে।

দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভায় হাউলী ইউনিয়ন লোকমোর্চার সভাপতি ইউসুফ

আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) নিজাম উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সিনিয়র সমন্বয়কারী আনিসুর রহমান।

হাউলী ইউনিয়ন লোকমোর্চার সাধারণ সম্পাদক মজিবার রহমানের সঞ্চালনায়, আরো উপস্থিত ছিলেন, সহ-সভাপতি আলাউদ্দিন,সহ-সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম মিল,সাংগঠনিক সম্পাদক জামিরুল ইসলাম,সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রকিবুল হাসান তোতা, প্রচার সম্পাদক রাসেল শাহ্।

নির্বাহী সদস্য শহিদুল ইসলাম,রিকাত আলী, লাইলী আক্তার বেবী, আফরোজা পারভীন, শারমিন সুলতানা, সাবিনা ইয়াসমিন, মামুন হোসেন, জয়নাল আবেদীন, সেলিম উদ্দিন, সমশের আলী, মুক্তার হোসেন, সোনিয়া খাতুন, আকবর আলি বিশ্বাস,আলেফ উদ্দিন, শারমিন আক্তার সহ হাউলী ইউনিয়ন লোকমোর্চার সকল সদস্য বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন,ওয়েভ ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম অফিসার ফরহাদ হোসেন।

দামুড়হুদা লোকনাথপুরে অবৈধ লাটা হাম্বারের ধাক্কায় দুইজন গুরুতর আহত

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের লোকনাথপুর সহশিক্ষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মহান বিজয় দিবস পালনের সময় সকাল ১০ দিকে স্কুলের সামনে ইটভর্তি অবৈধ লাটা হাম্বারের ধাক্কায় স্কুলের নাইটগার্ড আশরাফুল এবং নবম শ্রেণীর ছাত্র সিজান গুরুতর আহত হয়েছে।

গতকাল শনিবার ভোর ৫টার দিকে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে সিজানের একটি অপারেশন সম্পূর্ণ হয়েছে এবং আশরাফুল চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।

জানা গেছে, উপজেলার লোকনাথপুর সহশিক্ষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে গত ১৬ই ডিসেম্বর একই স্কুলের নাইট গার্ড লোকনাথপুর গ্রামের মুংলা মির’র ছেলে আশরাফুল (৩০) এবং নবম শ্রেণীর ছাত্র একই গ্রামের মতিয়ার রহমানের ছেলে সিজান (১৬) কে ইট ভর্তি অবৈধ লাটা হাম্বা দিয়ে পেছন থেকে দ্রুত গতিতে ধাক্কা দেয় একই গ্রামের রেজাউলের ছেলে সাব্বির (১৮)।

ঘটনাস্থলে দুজন মারাত্মক আহত হয়। আহতদের স্থানীয়রা উদ্ধার করে দ্রুত চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে সিজানকে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে রেফার্ড করেন এবং আশরাফুল চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি আছে বলে জানা যায়। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

সরজমিনে গিয়ে এলাকাবাসীর কাছে জানতে চাইলে তারা বলেন, মহান বিজয় দিবসে স্কুল কতৃপক্ষ ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে খোরমা বিতরণ করছিল। তখন খুরমা বিতরণে কম হয়ে গেলে ছাত্র ছাত্রীরা হট্টগোল শুরু করে। এরই একপর্যায়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে এসে স্কুলের বাইরে গেটে ছাত্র-ছাত্রীরা হট্টগোল শুরু করে, তখন পেছন থেকে ইট ভর্তি অবৈধ লাটা হাম্বা নিয়ে নাবালক অনভিজ্ঞ ড্রাইভার একই স্কুলের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র সাব্বির পিছন দিক থেকে সজোরে হট্টগোলের মধ্যে গাড়ি চালিয়ে দেয়। তখন লোকনাথপুর স্কুলের নাইট গার্ড আশরাফুল এবং একই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র সিজান গুরুতর আহত হয়।

এ বিষয়ে আহত সিজানের দাদি হালিমা বেগম বলেন, ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে আমার নাতি ভর্তি আছে। শনিবার ভোররাতে মাজায় একটা অপারেশন হয়েছে। মাজায় একটা রড দেওয়া হয়েছে। আগামী চার দিন পরে আরও একটা অপারেশন করতে হবে বলে ডাঃ জানান।

এ বিষয়ে লোকনাথপুর গ্রামের মৃত নেন্টু মীর’র ছেলে মহাসিন বলেন, আমার চোখের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। একেবারেই অন অভিজ্ঞ শিশু ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছিল। আসল ড্রাইভার পাশে বসে ছিল। ব্রেকে পা না দিয়ে এক্সেলেটারে পা দেয়ার কারণে গাড়ির গতি আরো বেড়ে যায়, যার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত সিজানের বড় ভাই একই স্কুলের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র নিশান বলেন, ঘটনাটি আমার চোখের সামনেই ঘটেছে। স্কুলে ৬০ কেজি খুরমার বাজেট, কিন্তু ২০ কেজি বিতরণ করা হয়, এসব নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে হট্টগোল বাধে। পরে সবাই স্কুলের গেটের বাইরে গিয়ে হট্টগোল শুরু

করে। তখন পেছন থেকে ইট ভর্তি অবৈধ লাটা হাম্বা এসে ধাক্কা মারে।

এ বিষয়ে লোকনাথপুর সহ শিক্ষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য সাবেক মেম্বার সেন্টু হোসেন বলেন, শুনেছি স্কুল গেটের সামনে হট্টগোল হচ্ছিল। ওই অবস্থায় পেছন থেকে লাটা হাম্বা ধাক্কা মারলে দুজন গুরুতর আহত হয়, এর মধ্যে একজন স্কুলের নাইটগার্ড এবং আর একজন স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র।

এবিষয়ে লাটাহাম্বা চালক সাব্বিরের পিতা রেজাউল বলেন, রাস্তার উপর ছেলেপেলে হট্টগোল করছিল,আমরা মনে করেছিলাম সবাই সরে যাবে। কিন্তু কেউ রাস্তা থেকে সরেনি। যার কারনে দূর্ঘটনা ঘটে গেছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, বিষয়টি আমার জানা নেই অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দামুড়হুদার কাদিপুর মরা গাং’র মাছ হরি লুট: সংঘর্ষের আশঙ্কা

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের কদিপুর মরাগাং এর মাছ লুট করে নিয়েছে এলাকার কিছু চিহ্নিত দুর্বৃত্তরা। গতকাল শনিবার সকাল ৬টার দিকে মরাগং এ বেড়ী জাল ফেলে সব মাছ লুট করে নেয় তারা। মাছ লুটের ঘটনায় কাদিপুর গ্রামে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। যেকোনো সময় ঘটতে পারে গ্রামবাসীর সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, কাদিপুর মরা গাংটি জনগণের জন্য উন্মুক্ত। ওই গাং এ ব্যক্তিগতভাবে মাছ চাষের কোন সুযোগ নেই। গাংটি কাউকে সরকারি ভাবে ইজারা দেওয়া হয়নি। গাংটি দীর্ঘদিন উন্মুক্ত ছিল। গাংটি কাউকে ইজারা না দেওয়ার কারণে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন জনগণের জন্য উন্মুক্ত রেখেছেন। কিন্তু সরকারের নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে উপজেলা প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে কাদিপুর গ্রামের সোলাইমান হকের ছেলে ওসমান (৪৫), ইসমাইল হোসেনের ছেলে ফারুক হোসেন (৩৮), মৃত জামাত আলীর ছেলে কামাল

হোসেন (৪২), সাদেক আলীর জামাই হাফিজুল (৪৪), ভাগ্যিবান এর ছেলে মুনশাদ (৪৩), আব্দুর রহিমের ছেলে আব্দুর রাজ্জাক (৩৭), ইন্তাজ মাওলানার ছেলে আসাদুল হক (৪০) এসব মাছ লুট করছে বলে একাধিক প্রাপ্ত তথ্যে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

গতকাল ভোর বেলা থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত তারা এসব মাছ লুট করে। এসময় স্থানীয়রা বাধা দিলেও তাতে তারা কোন কর্ণপাত করেনি। তাদেরকে ভয় ভীতি দেখিয়ে মরা গাং এর মাছ লুট করে নেয়।

এবিষয়ে ওসমান বলেন, আমরাই মাছ ছেড়েছিলাম আমরাই মাছ ধরে নিয়েছি। আবারও মাছ ছাড়বো।

এ বিষয়ে মুনসাদ বলেন, আমিও গাং এ পার্টনার ছিলাম। আমাদের মাছ আমরা ধরে নিয়েছি। গাংটি কার কাছ থেকে লিজ নিয়েছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, তারিনী পুর গ্রাম এবং বাস্তব পুর গ্রামের মানুষজনের কাছ থেকে লিজ নিয়েছি। কাদেরকে লিজের টাকা দিয়েছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, এবার ঝামেলার কারণে কাউকে টাকা দেয়া হয়নি।

এ বিষয়ে ইউপি সদস্য শাহ জামাল বলেন, সবাই জানে গাংটি উন্মুক্ত। শত শত গ্রামবাসীর মধ্যে থেকেই সকলের সামনে গাং’র মাছ লুট করে নিয়ে যায়। তারা দুইদিন অর্থাৎ শুক্রবার ভোরে এবং শনিবার ভোরে মাছ লুট করে। শুক্রবার ভোরে যে মাছ ধরেছিল সেই মাছ ৩২ হাজার টাকায় বিক্রি করেছে বলে জানতে পেরেছি। গতকাল শনিবার যে মাছ ধরেছিল সেই মাছ কত টাকায় বেচাকেনা হয়েছে তা জানিনা।

উন্মুক্ত গাং’র মাছ এভাবে লুট করে নিয়ে গেলে যে কোন সময় গ্রামবাসীর সঙ্গে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে বলে জানান তিনি। গাংটি যখন কারো নামে সরকার লিজ দেইনি তাহলে গাং’র মাছ লুট করলে যেকোনো সময় গ্রামবাসীর সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়বেন তারা। তিনি আরো বলেন আজ ভোরেও আবারো মাছ লুট হতে পারে বলে শুনেছি।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা বেগম বলেন, ঘটনাটি শুনেছি আমি, বিষয়টি দেখছি।